১৬-০২-১৯ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা- উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার জন্য বাবা তোমাদের যা পড়াচ্ছেন, যেভাবে পড়াচ্ছেন ঠিক সেভাবেই তাকে গ্রহণ কর, সবসময়ই শ্রীমতে চল"

প্রশ্ন :- কখনও যেন আক্ষেপ না হয়, তার জন্য কোন্ বিষয়ে ভালো ভাবে বিচার করতে হবে ?

উত্তর :- প্রতিটি আত্মা যে ভূমিকা পালন করছে (পার্ট প্লে করছে), তা ড্রামায় পূর্ব নির্ধারিত । এটাই অনাদি আর অবিনাশী ড্রামা । এই বিষয়ে যদি বিচার কর, তবে কখনও আক্ষেপ হতে পারে না । আক্ষেপ তাদেরই হয় যারা ড্রামার আদি-মধ্য অন্তকে উপলব্ধি করতে পারে না । বাচ্চারা, তোমাদের এই ড্রামাকে সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে, এতে কান্নাকাটি বা হতাশ হওয়ার কোনো প্রশ্ন নেই ।

ওম্ শান্তি । আত্মাদের বাবা (রুহানী বাবা) বসে আত্মা রূপী বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন যে, আত্মা কত ছোট । অনেক ছোট এই আত্মার মধ্যে শরীরকে কত বড় দেখায় । ছোট আত্মা যখন শরীর থেকে আলাদা হয়ে যায় তারপর আর কিছুই দেখতে পায় না। আত্মার উপরই যা কিছু বলা হয় । এত ছোট বিন্দু (আত্মা) কী কী কাজই না করে ! খুব ছোট হীরে ম্যাগনিফায়িং গ্লাস দিয়েই দেখা যায়, হীরের মধ্যে কোনও দাগ নেই তো ! আত্মাও কত ছোট । কেমন ম্যাগনিফায়িং গ্লাস -- যা দিয়ে দেখছ ! কোথায় থাকে ? কি কানেকশন আছে ? এই চোখ দিয়েই কত বড় আকাশকে দেখা যায় ! বিন্দু বেড়িয়ে গেলে আর কিছুই থাকে না । যেমন বাবা বিন্দু তেমনই আত্মাও বিন্দু । এত ছোট আত্মাও পিওর, ইমপিওর হয়ে যায়, এটাই ভালো করে ভেবে দেখার বিষয়। দ্বিতীয় কেউ জানেনা - আত্মা কে, পরমাত্মা কে । এত ছোট আত্মা শরীরে থেকে কত কি তৈরি করে । কত কি দেখে । সেই আত্মার মধ্যেই সম্পূর্ণ পার্ট সঞ্চিত থাকে -- ৮৪জন্মের । কিভাবে আত্মা কাজ করে, এ সত্যিই আশ্চর্যের । এত ছোট বিন্দুতে ৮৪ জন্মের পার্ট সঞ্চিত হয়ে আছে । আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে । যেমন নেহেরু ও ক্রাইস্টের মৃত্যু হয়েছে । আত্মা বেড়িয়ে গেছে যখন শরীরও মরে মৃত । কত বড় শরীর আর কত ছোট আত্মা । এটাও বাবা অনেকবার বুঝিয়েছেন যে, মানুষ কি করে জানবে এই সৃষ্টি চক্র প্রতি ৫ হাজার বছর পরে আবার ঘুরে আসে । অমুক মারা গেছে এটা কোনও নতুন কথা নয় । তার আত্মা ঐ শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করেছে । ৫ হাজার বছর আগেও এই নাম রূপ নিয়েই শরীর ত্যাগ করেছিল । আত্মা জানে আমি এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীরে প্রবেশ করি ।

এখন তোমরা শিব জয়ন্তী উৎসব পালন কর । তোমরা দেখাও যে, ৫ হাজার বছর পূর্বেও শিব জয়ন্তী উদযাপিত হয়েছিল । প্রতি ৫ হাজার বছর পরেও শিব জয়ন্তী যা হীরে তুল্য তা পালন করা হয় । এটাই সত্যি । বিচার সাগর মন্থন করতে হয় অন্যকে বোঝানোর জন্য । এই উৎসব পালন করা হয়, তোমরা বলবে এ কোনও নতুন কথা নয়, হিস্ট্রি রিপিট হয় সুতরাং ৫ হাজার বছর পরেও যার যে পার্ট থাকে, তাকেই সেই শরীর ধারণ করতে হয় । নিজের নাম রূপ দেশ কাল ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করে । এর উপর বিচার সাগর মন্থন করে এমন ভাবে লেখ যাতে মানুষ অবাক হয়ে যায় । বাবা যেমন বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করেন - এর আগে কি দেখা হয়েছে ? এত ছোট আত্মাকেই তো জিজ্ঞাসা করতে, তাই না ! এই নাম রূপ নিয়ে আগে কি দেখা হয়েছে ? আত্মাই শোনে ।

অনেকেই বলে হ্যাঁ বাবা, তোমার সাথে কল্প প্রথমে মিলিত হয়েছিলাম । সম্পূর্ণ ড্রামার পার্ট বুদ্ধিতে আছে । ওরা হল জাগতিক (হদের) ড্রামার এক্টর্স আর এ হলো অসীমের (বেহদের) ড্রামা । এই ড্রামা হুবহু এক, এর মধ্যে বিন্দুমাত্র পার্থক্য নেই । এখানে বায়োস্কোপ হল জাগতিক, যা মেশিন দ্বারা চলে । বড়জোর দুই-চার রিল ঘোরে । আর এ হল অনাদি অবিনাশী একটাই অসীমের (বেহদের) ড্রামা । এই ড্রামাতেই কত ছোট আত্মা এক পার্ট প্লে করে আবার দ্বিতীয় পার্ট প্লে করে । ৮৪ জন্মে কত বড় ফিল্মের রিল হবে তাহলে ! এটাই স্বাভাবিক । কারও কারও বুদ্ধিতে ধারণ হবে । এ হল রেকর্ডের মতো, সত্যিই আশ্চর্যের। ৮৪ লক্ষ তো হতে পারে না । ৮৪ চক্র, একে কীভাবে বোঝান যেতে পারে ? সাংবাদিকদের কাছে যদি তোমরা ব্যাখ্যা কর তবে তারা সংবাদপত্রে প্রচার করতে পারে । ম্যাগাজিনেও প্রচার করতে পারে । আমরা এই সঙ্গমের কথাই বলছি। সত্যযুগে এসব কথা তো হবে না । না কলিযুগে হবে । জন্তু জানোয়ার ইত্যাদি যা কিছু আছে সবার জন্যই বলা হবে আবার ৫ হাজার বছর পরে দেখব । কোনও পার্থক্য হবে না । ড্রামায় পূর্ব নির্ধারিত । সত্য যুগে জন্তু জানোয়ারও খুব সুন্দর হবে । সম্পূর্ণ ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি রিপিট হবে । যেমন ড্রামায় স্যুটিং হয় । একটা মাছি উড়ে চলে গেলে তাও রিপিট হবে । এখন আমরা এইসব ছোট ছোট জিনিসকে খেয়াল তো করব না । সর্বপ্রথম তো বাবা স্বয়ং বলেন আমি কল্পে- সঙ্গম যুগে এই ভাগ্যশালী রথের (ব্রহ্মা শরীর) মধ্যে আসি । আত্মা জিজ্ঞাসা করে এত ছোট বিন্দুর মধ্যে কোথা থেকে কিভাবে আসে ? ওঁনাকে জ্ঞানের সাগর বলা হয় । এসব কথা তোমরা বাচ্চাদের মধ্যে যারা সমঝদার তারাই বুঝবে। প্রতি ৫ হাজার বছর পরে আমি আসি । কত মূল্যবান এই ঈশ্বরীয় পাঠ । বাবার কাছেই প্রকৃত নলেজ আছে যা বাচ্চাদের প্রদান করেন । তোমাদের কেউ জিজ্ঞাসা করলে চট করে বলে দিতে পারবে সত্যযুগের আয়ু ১২৫০ বছরের । এক-এক জন্মের আয়ু ১৫০ বছর করে হয় । কত পার্ট প্লে করতে হয় । সমস্ত চক্র বুদ্ধিতে ঘোরে । আমরা ৮৪ জন্ম গ্রহণ করি । সম্পূর্ণ সৃষ্টি এভাবেই চক্রাকারে ঘুরতে থাকে । এটা অনাদি অবিনাশী নির্ধারিত ড্রামা। এতে নতুন কিছু সংযোজন হতে পারে না । মনে রাখতে হবে সব কিছুই পূর্ব নির্ধারিত, চিন্তা করে কিছু হবে না । যা কিছু হবে সবই ড্রামায় নির্ধারিত । সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে । ঐ নাটকে কেউ এমন পার্ট প্লে করে যে, দুর্বল চিত্তের লোকেরা সেই নাটক দেখে কান্নাকাটি শুরু করে । এ তো নাটক, তাই না! এটা সত্যি যে, এতে প্রতিটি আত্মা নিজের পার্ট প্লে করছে । ড্রামা কখনও বন্ধ হয় না। এখানে কান্নাকাটি করার বা আক্ষেপের কোনও প্রশ্নই নেই । কোনও নতুন কথা তো নয় । আক্ষেপ তারই হয় যে ড্রামার আদি-মধ্য অন্তকে রিয়েলাইজ করে না । এটাও তোমরা জান । এই সময় আমরা জ্ঞান অর্জন করে যে পদ প্রাপ্ত করি, চক্র শেষে আবারও তাই হব । এটাই বড় আশ্চর্যচকিত হয়ে বিচার সাগর মন্থন করার বিষয় । কোনও মানুষ এই বিষয়ে জানেনা । ঋষি-মুনিরাও বলে থাকে - আমরা রচনা আর রচয়িতাকে জানি না । ওরা তো জানেই না রচয়িতা এত ছোট এক বিন্দু । উনিই নতুন সৃষ্টি রচনা করেন । তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদের পড়ান। জ্ঞানের সাগর তিনি । এসব কথা তোমরা বাচ্চারাই বোঝাও । তোমরা তো এমন বলবেই না যে আমরা জানিনা । তোমাদেরকে বাবা এই সময় এসে সব বুঝিয়ে বলেন ।

তোমাদের কোনও ব্যাপারে আক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই । সবসময় উৎফুল্ল থাকা উচিত । জাগতিক ড্রামার ফিল্ম চলতে-চলতে ছিড়ে যাবে, পুরনো হয়ে যাবে, তারপর আবার বদল করবে । পুরানোটাকে ফেলে দেয় । কিন্তু এ তো অসীমের (বেহদের) অবিনাশী ড্রামা । এমন সব বিষয়ের উপরে চিন্তন করে দৃঢ় করে নেওয়া উচিত । এটা ড্রামা । আমরা বাবার শ্রীমতে চলে পতিত থেকে

পবিত্র হয়ে উঠছি আর কোনো কথাই হতে পারে না, যার দ্বারা আমরা পতিত থেকে পবিত্র হতে পারব বা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে পারব । পার্ট প্লে করতে করতে আমরা সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়ে গেছি, আবার সতোপ্রধান হতে হবে । না আত্মা বিনাশ হয়, না পার্ট বিনাশ হয় । এমন সব বিষয়ের উপর কেউ বিচার করে না । মানুষ তো শুনে অবাক হয়ে যাবে । ওরা তো শুধুমাত্র ভক্তি মার্গের শাস্ত্রই পড়ে। রামায়ণ, ভাগবত, গীতা ইত্যাদি সবই এক । এখানে তো বিচার সাগর মন্থন করতে হয় । বেহদের বাবা যা বোঝান তাকে সঠিক ভাবে ধারণ করলে ভালো পদ প্রাপ্ত করতে পারবে । সবাই একই রকম ভাবে ধারণা করতে সক্ষম নয় । কেউ কেউ ভীষণ গভীরতায় গিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারে । আজকাল তো জেইল-এও ভাষণ দিতে যায় । বেশ্যাদের কাছেও যায়, অন্ধ বধিরদের কাছেও বাচ্চারা যায়, কেননা তাদেরও অধিকার আছে । ইশারায় তারা বুঝতে পারে । অন্তরাত্মাই তো বুঝতে পারে । চিত্র সামনে রেখে দাও, পড়তে তো পারবে । বুদ্ধি তো আত্মার মধ্যেই আছে না ! হলই বা অন্ধ, খোঁড়া কিন্তু কোনো না কোনোভাবে ঠিক বুঝতে পারে । অন্ধদের তো কান আছে । তোমাদের কাছে সিঁড়ির খুব সুন্দর চিত্র রয়েছে । এই নলেজ যে কোনো কাউকে বুঝিয়ে স্বর্গে যাওয়ার উপযুক্ত করে তুলতে পার । আত্মা বাবার থেকে অবিনাশী বর্সা গ্রহণ করতে পারে । স্বর্গে যেতে পারে । এখানে তো কারো ডিফেক্টিভ (শারীরিক ত্রুটি) অঙ্গ প্রত্যঙ্গও থাকে । ওখানে (সত্য যুগে) পঙ্গু, খোঁড়া হবে না । ওখানে আত্মা আর শরীর দুই-ই পবিত্র হবে । প্রকৃতিও পবিত্র । নতুন জিনিস অবশ্যই সতোপ্রধান হয় । এটাও ড্রামায় নির্ধারিত । এক সেকেন্ড ও পর মুহূর্তেই এক হতে পারে না । কিছু না কিছু পার্থক্য থাকবেই । এভাবেই ড্রামাকে সাক্ষী দ্রষ্টা হয়ে দেখতে হবে । এই নলেজ এখন তোমরা পাচ্ছ তারপর আর কখনও পাবে না । প্রথমে তো এই নলেজ ছিলই না । একেই অনাদি অবিনাশী পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা বলা হয় । একে ভালো ভাবে বুঝে ধারণ করে অপরকে ও বোঝাতে হবে ।

তোমরা ব্রাহ্মণরাই এই জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত । শক্তিশালী হওয়ার জন্য পাওয়ারফুল ওষুধ তোমরা এখানে পাচ্ছ । ভালো যা কিছু তারই মহিমা করা হয় । নতুন দুনিয়া কিভাবে স্থাপন হবে তারপর এই রাজ্য কেমন হবে তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুসারে তা জানবে । যে জানে সে অন্যদের ও বোঝাতে পারে । সে অনেক খুশিতে থাকে । কার ও তো কানাকড়ি ও খুশি থাকে না । সবারই নিজের-নিজের পার্ট প্লে করতে হয় । যে বুদ্ধিতে ধারণ করতে সক্ষম হবে, বিচার সাগর মন্থন করবে সেই অন্যদের বোঝাতে পারবে । এই হল তোমাদের ঈশ্বরীয় পঠনপাঠন, যার দ্বারা তোমরা সেটাই হয়ে উঠবে । তোমরা যে কোনো কাউকে বুঝিয়ে বল যে, তুমি আত্মা । আত্মাই পরমাত্মাকে স্মরণ করে । আত্মারা সবাই ভাই-ভাই । বলাও হয় ঈশ্বর একজনই । বাকি সমস্ত মানুষের মধ্যে আত্মা আছে । সব আত্মাদের পারলৌকিক বাবা আছেন । যার মধ্যে নিশ্চয় বুদ্ধি (দৃঢ় বিশ্বাস) থাকবে তাকে কেউ নাড়াতে পারবে না । সংশয় যার থাকবে তাকে সহজেই হিলানো যাবে । সর্বব্যাপী জ্ঞানের উপর কত তর্কবিতর্ক করে । তারাও নিজেদের জ্ঞানের বিষয়ে পাকাপোক্ত, হয়ত আমাদের এই জ্ঞানের তারা নয়। সুতরাং ওরা দেবতা ধর্মের কি ভাবে বলা যেতে পারে । আদি সনাতন দেবী-দেবতাধর্ম প্রায় লুপ্ত । তোমরা বাচ্চারা সেটা জান । আমাদের আদি সনাতন ধর্ম পবিত্র প্রবৃত্তির ছিল, এখন অপবিত্র হয়ে গেছে । যে প্রথমে পূজ্য ছিল সেই এখন পূজারী হয়ে গেছে । অনেক পয়েন্টস কণ্ঠস্থ হলে বোঝাতে পারবে । বাবা তোমাদের বোঝান তোমরা আবার অন্যদের বোঝাও যে, এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে ঘুরছে । তোমরা ছাড়া আর কেউ জানেনা । তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুসারে আছে ।

বাবাকেও প্রতিটি মুহূর্তে পয়েন্টস বারংবার রিপিট করতে হয় কেননা নতুন-নতুন অনেকে আসে । প্রথমে কিভাবে স্থাপন হয়েছিল, তোমাদেরও জিজ্ঞাসা করবে, সুতরাং তোমাদেরও রিপিট করতে হবে । তোমরা সবসময় সেবায় ব্যস্ত থাকবে । চিত্র দেখিয়েও তোমরা বোঝাতে পার । কিন্তু জ্ঞানের ধারণা তো সবার একরকম হতে পারে না । এর জন্য জ্ঞান চাই, স্মরণ চাই ,খুব ভালো ভাবে ধারণা হওয়া উচিত । সতোপ্রধান হওয়ার জন্য বাবাকে অবশ্যই স্মরণ করা উচিত । কিছু বাচ্চা আছে যারা নিজেদের কাজকর্মেই ফেঁসে থাকে, কিছুই পুরুষার্থ করে না । এটাও ড্রামায় নির্ধারিত । কল্প পূর্বে যে যেমন পুরুষার্থ করেছিল তেমনটাই করবে । একদম শেষে তোমাদের ভাই-ভাই হয়ে থাকতে হবে । নগ্ন হয়ে এসেছিলে নগ্ন হয়েই যেতে হবে । এমনটা যেন না হয় শেষে গিয়ে কেউ স্মরণে এলো । এখন তো কেউ ফিরে যেতে পারবে না । যতক্ষণ বিনাশ না হবে, স্বর্গে কিভাবে যাবে । নিশ্চয়ই সূক্ষ্মবতনে যাবে নয়তো এখানেই জন্ম নেবে । যা কিছু দুর্বলতা (কমজোরি) থাকবে আবারও তার জন্য পুরুষার্থ করবে । সেটাও যখন বড় হবে তখন বুঝবে । এসবই ড্রামায় নির্ধারিত । তোমাদের একরস অবস্থা একদম শেষে গিয়ে হবে । এমন নয় যে সবকিছু লিখলেই স্মরণ হতে থাকবে । লাইব্রেরিতে এত বই কেন রাখা হয় । ডাক্তার, উকিল অনেক বই সংগ্রহে রাখে, স্টাডি করে । তারা হল মানুষদের উকিল । তোমরা আত্মারা হলে আত্মাদের উকিল । আত্মারা, আত্মাদের পড়ায় । ওটা হলো শরীরের জন্য অধ্যয়ন । আর এ হল আধ্যাত্মিক (রুহানী) অধ্যয়ন । এই আধ্যাত্মিক (রুহানী) অধ্যয়নে ২১ জন্ম আর কোনও ভুলভ্রান্তি হবে না । মায়ার রাজ্যে অনেক ভুলভ্রান্তি হতেই থাকে । যে কারণে সহনও করতে হয় । যে সম্পূর্ণ অধ্যয়ন করবে না, কর্মাতীত অবস্থাও প্রাপ্ত করতে পারবে না, সুতরাং সহন করতেই হবে । তারপর পদও কম হয়ে যাবে । বিচার সাগর মন্থন করে অন্যদের শোনালে তবেই চিন্তন চলতে থাকবে । বাচ্চারা জানে কল্প প্রথমেও বাবা এভাবেই এসেছিলেন, যাঁর শিব জয়ন্তী উদযাপিত হয় । লড়াই ইত্যাদির তো কোনও প্রশ্নই আসে না । ওসব হল শাস্ত্রের কথা । এ হল জ্ঞানের পঠনপাঠন । আমদানিতে খুশি অনুভব হয় । যে লক্ষপতি হয় তার অগাধ খুশি থাকে । কেউ লক্ষপতি হয়, কেউ বা কোটিপতি আবার কারও অল্প পয়সা থাকে । সুতরাং যার কাছে যত পরিমাণ জ্ঞান রত্ন থাকবে তার অগাধ খুশিও থাকবে । আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন, স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ওঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বিচার সাগর মন্থন করে নিজেকে জ্ঞান রত্নে পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে । ড্রামার রহস্যকে ভালো ভাবে বুঝে অন্যদেরও বোঝাতে হবে । কোনও ব্যাপারে আক্ষেপ না করে সবসময় উৎফুল্ল থাকতে হবে ।

২) নিজের অবস্থা দীর্ঘ সময় ধরে একরস স্থিতিতে স্থিত করতে হবে যাতে শেষে গিয়ে এক বাবা ছাড়া দ্বিতীয় কেউ স্মরণে না আসে । অভ্যাস করতে হবে আমরা ভাই-ভাই (আত্মা)। এখন ফিরে যেতে হবে ।

বরদান :- সবকিছু বাবাকে অর্পণ করে কমল পুষ্পের মতো নির্লিপ্ত বাবার ঘনিষ্ঠ থাকা ডবল লাইট ভব

বাবার হওয়া অর্থাত্ সব বোঝা বাবাকে অর্পণ করা । ডবল লাইটের অর্থই হল সবকিছু বাবাকে দিয়ে দেওয়া । এই শরীর আমার নয় । যখন শরীরই আমার নয় তবে তো আর কিছুই রইল না। তোমরা প্রতিজ্ঞা করেছ এই শরীর তোমার, এই মন তোমার, ধন সম্পদ তোমার- যখন সবকিছুই তোমার বলেছ তবে আর বোঝা কিসের, তাই কমল পুষ্পের দৃষ্টান্তকে স্মৃতিতে রেখে সবসময় নির্লিপ্ত বাবার হয়ে হতে পারলেই ডবল লাইট হতে পারবে।

স্লোগান :- আত্মিক স্থিতি দ্বারা কর্তৃত্ব ফলানোর মনোভাবকে সমাপ্ত করে, নিজেকে শরীরের স্মৃতি থেকে গলাতে সক্ষম ব্যক্তিই হল সত্যিকারের পান্ডব ।